ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

"স্থানীয় পর্যায়ে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় উপজেলা নারী নির্বাহী কর্মকর্তার চ্যালেঞ্জ ও করণীয়" শীর্ষক গবেষণা প্রতিবেদনের ওপর কিছু প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ১: টিআইবি কেন এই গবেষণাটি পরিচালনার উদ্যোগ নিয়েছে?

উন্নয়নশীল ও স্বল্পোন্নত দেশের সিভিল প্রশাসনে কাজের পরিবেশ জেন্ডারবান্ধব না হওয়া নারীদের অগ্রগতির জন্যে একটি বাধা এবং যথাযথ সুযোগের অভাবে এগিয়ে যেতে পারছে না তারা। নারীরা সাংগঠনিকভাবে পুরষদের তুলনায় কম সহায়তা পান। এছাড়াও সংগঠন ও সমাজে নারীদের প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখা হয়। ফলশ্রুতিতে নারীদের মেধা ও যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও তাদেরকে নীতি প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় খুব একটা দেখা যায় না । কিন্তু বাংলাদেশ নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য দূর করার জন্য ১৯৮৪ সালে UN Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women-CEDAW অনুমোদন করে। জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের ১৭টি লক্ষ্যের মধ্যে বাংলাদেশ সরকার ৮টি লক্ষ্যকে অধিকতর সমন্বিত লক্ষ্য হিসেবে চিহ্নিত করেছে। এর মধ্যে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ৫ নারীর অধিকার ও লিঙ্গসমতা সম্পর্কিত। ২০১১ সালে বাংলাদেশ সরকার জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি গ্রহণ করে, যার অন্যতম লক্ষ্য নারীর অধিকার চর্চা ও যথাযথ ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (২০১৬-২০২০) লিঙ্গ সমতা এবং নারীর ক্ষমতায়নকে গুরত্ব দেওয়া হয়েছে। সংবিধানের ২৮ নং অনুচ্ছেদে রাষ্ট্রীয় জীবনে নারী ও পুরষের সমতার নীতির স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে এবং অনুচ্ছেদ ২৯ এ চাকরিতে নারী পুরষের সুযোগের সমতা নিশ্চিত করা হয়েছে। বাংলাদেশ সরকারের উপরে উল্লেখিত বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়ার পরও বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গিয়েছে স্থানীয় পর্যায়ে নারী জনপ্রতিনিধিরা কাজ করতে গিয়ে বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হন, যা নারী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হতে পারে। উক্ত বিষয়গুলো বিবেচনায় রেখে বাংলাদেশে নারী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা নিয়ে অধিকতর গবেষণা প্রয়োজন। উল্লেখ্য, বাংলাদেশে নারী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যক্রমে চ্যালেঞ্জ সম্পর্কিত সুনির্দিষ্ট গবেষণার স্বল্পতা রয়েছে। বাংলাদেশের প্রশাসনে পিতৃতান্ত্রিকতার প্রভাবে নারী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা কোন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয় কিনা তা জানার জন্য গবেষণার প্রয়োজন। টিআইবি ২০১৮ সাল থেকে নারী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাদের জন্য 'এসডিজি, সুশাসন এবং নারী' শীর্ষক একটি প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এই প্রচেষ্টার ধারাবাহিকতায় টিআইবি স্থানীয় পর্যায়ে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় নারী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যক্রম পরিচালানায় চ্যালেঞ্জ তুলে ধরার জন্য গবেষণাটি করা হয়েছে।

প্রশ্ন ২: এই গবেষণার উদ্দেশ্য কি এবং এরপরিধি বা আওতা কতখানি?

এই গবেষণার মূল উদ্দেশ্য হল স্থানীয় পর্যায়ে প্রশাসনিক দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে নারী ইউএনও-গণ কী ধরনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে সেটি বিশ্লেষণ করা। এই গবেষণায় উপজেলা পরিষদে সাচিবিক সহায়তা প্রদান, উপজেলা চেয়ারম্যানকে সহায়তা প্রদান, উপজেলা পরিষদসহ অন্যান্য বিভাগীয় কর্মকর্তাদের সাথে সমন্বয় সাধন এবং উপজেলা প্রশাসনের সরকারি নির্দেশনাবলী পালন সংক্রান্ত চ্যালেঞ্জসমূহ বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

প্রশ্ন ৩: এই গবেষণার পদ্ধতি এবং তথ্যের উৎস কী?

এই গবেষণায় গুণগত ও পরিমাণগত উভয় গবেষণা পদ্ধতি অনুসরণ করে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় উৎস হতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। পরিমাণগত তথ্য সংগ্রহের জন্য KOBO TOOL ব্যবহার করা হয়। জুন ২০২০ এর তথ্য অনুযায়ী ৪৮৫টি উপজেলার মধ্যে ১৪৯টি উপজেলায় নারী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা কর্মরত ছিলেন। কর্মরত সকল নারী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে জরিপের জন্য প্রশ্নপত্র ই-মেইলে পাঠানো হয়। তার মধ্যে ৪৫ জন নারী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা জরিপে অংশগ্রহণ করেন। উক্ত ৪৫ জন নারী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে গবেষণার নমুনা হিসেবে বিবেচনা করে পরিমাণগত তথ্য সংগ্রহ করা হয়। জরিপের গুণগত তথ্য সংগ্রহ করার জন্য মুখ্য তথ্যদাতা হিসেবে নারী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, জেলা প্রশাসক, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক, উপজেলা পর্যায়ে অন্যান্য সরকারি অফিসের কর্মকর্তা, প্রশাসন ক্যাডারের উর্ধ্বতন কর্মকর্তার সরাসরি সাক্ষাৎকার প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে নেওয়া হয়। গবেষণায় পরোক্ষ তথ্যের উৎস হিসেবে আইন, বিধিমালা, ম্যানুয়াল, বিভিন্ন গবেষণা প্রতিবেদন, বই, প্রবন্ধ, অনলাইন ও প্রিন্ট সংবাদপত্র, সরকারি বিভিন্ন ওয়েবসাইটের সাহায্য নেওয়া হয়।

প্রশ্ন ৪: এই গবেষণার সময়কাল কী?

গবেষণার তথ্য সংগ্রহ ২০২০ এর জুন থেকে ২০২১ সালের মার্চের মধ্যে সম্পন্ন করা হয়েছে।

প্রশ্ন ৫: গবেষণায় বিশ্লেষিত তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা ও যথার্থতা কতটুকু?

বিশ্লেষণকৃত তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা ও যথার্থতা যাচাইয়ে বিভিন্ন সূত্র থেকে সংগৃহীত তথ্যের মধ্যে সামঞ্জস্যতা বিধান, বিভিন্ন স্তর ও পর্যায়ে ক্রস চেকিংসহ সম্ভাব্য সকল সূত্র থেকে যাচাই-বাছাই করা হয়েছে।

প্রশ্ন ৬: গবেষণায় কী কী বিষয় পর্যালোচনা করা হয়েছে?

উপজেলার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে উপজেলা পরিষদে বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে নারী ইউএনও-দের চ্যালেঞ্জগুলোর উপর আলোকপাত করা হয়। চ্যালেঞ্জগুলো নিয়ে আলোচনার জন্য উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাদের কার্যক্রমকে চার ভাগে বিভক্ত করে বিশ্লেষণ করা হয়।

কার্যক্রমগুলো হল - উপজেলা পরিষদে সাচিবিক সহায়তা প্রদান, উপজেলা চেয়ারম্যানকে সহায়তা প্রদান, উপজেলা পরিষদসহ অন্যান্য বিভাগীয় কর্মকর্তাদের সাথে সমন্বয় সাধন, এবং উপজেলা প্রশাসনের সরকারি নির্দেশনাবলী পালন সংক্রান্ত কার্যক্রম।

প্রশ্ন ৭:এই গবেষণার প্রধান ফলাফলসমূহ কী কী?

উপজেলা পরিষদে সাচিবিক সহায়তা প্রদান সংক্রান্ত তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নারী ইউএনও-গণ অবৈধ আর্থিক সুবিধা অনুমোদন সংক্রান্ত চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হন যেগুলো প্রধানত নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি ও স্থানীয় রাজনীতিবিদদের নিকট থেকে আসে। জরিপে অংশগ্রহণকারী ৩৪.৩% ইউএনও জানিয়েছেন, ত্রাণ সামগ্রী বিতরণে অনিয়ম করার জন্য তাদের ওপর চাপ প্রয়োগ করা হয়। উপজেলা চেয়ারম্যানকে সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে নারী ইউএনও-গণ চেয়ারম্যানের কাছ থেকে যথাযথ সহযোগিতা পান না (৪০.৫%)। ৩১.৪% ইউএনও জানিয়েছেন উপজেলায় দুর্নীতিবিরোধী কাজের ক্ষেত্রে তারা প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি হন। গবেষণায় আরও দেখা যায়, উন্নয়ন কার্যাবলী তদারকিসহ বিভিন্ন দায়িত্ব পালনের সময় ৫.৭% ইউএনও যৌন হয়রানির শিকার হয়েছেন। উল্লেখ্য, এসব দায়িত্ব ইউএনও পালন করেন চেয়ারম্যানের কার্যক্রমকে সহজতর করার জন্য। সরকারের বিভিন্ন বিভাগের দপ্তরের সাথে সমন্বয়ের ক্ষেত্রে অনেক বেশি জটিলতার সম্মুখীন হতে হয় বলে জানিয়েছেন জরিপে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ৩১% ইউএনও। এছাড়া উপজেলার আইন-শৃঙ্খলার অবনতি হলে যথাযথ সময়ে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী থেকে সহযোগিতা পান না বলেছেন ৩১% ইউএনও। এছাড়া বিভিন্ন কাজ সম্পাদন করার ক্ষেত্রে উপর মহলের (স্থানীয় সংসদ সদস্য, মন্ত্রী, সচিব) প্রভাব মোকাবিলা করা ইউএনওদের (১১.৯%) কাছে চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ক্ষেত্র বিশেষে জেলা প্রশাসন থেকে যথাসময়ে সহযোগিতা পান না বলে মন্তব্য করেছেন ৭.১০% ইউএনও।জরিপে দেখা যায়, ৯১% ইউএনও করোনা পরিস্থিতি মোকাবিলা করার ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছেন, যাদের মধ্যে ৭৪.৩% জানিয়েছেন করোনা পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য তাদের প্রয়োজনীয় বাজেট ছিলো না।

প্রশ্ন ৮: এই গবেষণার সার্বিক পর্যবেক্ষণসমূহ কী কী?

গবেষণার সার্বিক পর্যবেক্ষণে দেখা যায়,নারী ইউএনও-র নিরাপত্তা ব্যবস্থায় অপ্রতুলতা এখনও বিদ্যমান। এছাড়া, নারী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার সহকর্মী, উপজেলার অন্যান্য কর্মকর্তা, জনপ্রতিনিধিদের মাঝে নারীদের নিয়ে নেতিবাচক জেন্ডার ধারণা আছে। তারা মনে করে দুর্যোগ মোকাবিলা, জরুরি পরিস্থিতিতে কাজ করার মতো মাঠ পর্যায়ের কাজে নারীরা খুব দক্ষ নয়। এছাড়াও দেখা গেছে, আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর কাছ থেকে নারী ইউএনও-রা পর্যাপ্ত সহযোগিতা পান না । উপজেলা প্রশাসনের কাছে চাহিদার প্রেক্ষিতে পুলিশ ফোর্সের সহযোগিতা পাওয়ার কথা থাকলেও অনেক সময় তারা পান না। ফলে অনেকসময় গুরুত্বপূর্ণ অভিযানে যেতে চাইলেও যেতে পারেন না। কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে ইউএনও-রা রাজনীতিবিদদের কাছ থেকে পুরষতান্ত্রিক/ পিতৃতান্ত্রিক মনোভাবের মুখোমুখি হন। ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ ও বিভিন্ন প্রকল্পের কাজের পরিকল্পনা ও সম্পাদনকালীন স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ের রাজনীতিবিদদের থেকে অনিয়ম করার জন্য চাপ প্রয়োগ করা হয়। অনেক ক্ষেত্রে শারীরিকভাবে লাঞ্ছনার শিকার হতে হয়। সংবাদকর্মীদের কাছ থেকেও নারী ইউএনও-রা চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হন। এছাড়াও নারী ইউএনওদের জরিপে অংশগ্রহণে অনাগ্রহ দেখা যায়। গবেষণার অন্তর্ভুক্ত জরিপে, ১৪৯ জনের মধ্যে অংশগ্রহণ করেছেন ৪৫ জন। এ থেকে ধারণা পাওয়া যায় যে, নারীরা হয়তো তাদের চ্যালেঞ্জের বিষয়টি বলতে অনাগ্রহী।

প্রশ্ন ৯: এই গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে মূল সুপারিশসমূহ কী কী?

গবেষণায় নারী ইউএনওদের স্থানীয় পর্যায়ে সুশাসন পরিচালনার ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় ৮টি সুপারিশ প্রদান করা হয়েছে। উল্লেখ্যযোগ্য সুপারিশসমূহ হল- নারী ইউএনওদের প্রতি নেতিবাচক মনোভাব দূর করার জন্য উপজেলা পরিষদের জনপ্রতিনিধি ও উপজেলা পরিষদের অন্যান্য সরকারি কর্মকর্তাদের নিয়ে নারীর প্রতি সংবেদনশীল আচরণের উপর প্রশিক্ষণের আয়োজন করতে হবে ও সরকারি কর্মকর্তাদের এসিআর এ জেন্ডার সংবেদশীলতাকে একটি সূচক হিসেবে রাখা যেতে পারে; উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান সাচিবিক সহায়তা প্রদান সংক্রান্ত চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করার জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগ থেকে ইউএনও এবং চেয়ারম্যানগণকে নিয়ে ওরিয়েন্টেশনের আয়োজন করতে হবে; দুর্নীতি প্রতিরোধে নারী ইউএনও-র পদক্ষেপের জন্য জেলা পর্যায়ে তাকে সম্মানিত করা এবং পুরস্কারের ব্যাবস্থা রাখতে হবে; উন্নয়নমূলক কাজ সম্পাদন ও দুর্নীতি প্রতিরোধ করার ক্ষেত্রে কোন নারী ইউএনও সুবিধাভোগী গোষ্ঠীর আক্রমণ ও ষড়যন্ত্রের শিকার হলে তাকে আইনগত সহায়তা দেওয়া ও নিরাপত্তা প্রদান করতে হবে; মন্ত্রণালয়ের নীতিগত সিদ্ধান্তের মাধ্যমে জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ের রাজনীতিবিদদের স্থানীয় উন্নয়নমূলক কাজে চাপ প্রয়োগ বন্ধ করার জন্য পরিপত্র জারি করতে হবে; নারী ইউএনওকে নিরাপত্তা ও সহযোগিতা প্রদান করার জন্য আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীকে তৎপর হতে হবে।

প্রশ্ন ১০: এ গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য সকলের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য কি?

এই গবেষণা প্রতিবেদনে উপস্থাপিত তথ্য সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনের ক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য নয়। তবে উল্লিখিত তথ্য-উপাত্ত উপজেলা পর্যায়ে নারী ইউএনওদের প্রশাসনিক দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে যে চ্যালেঞ্জসমূহ রয়েছে তা সম্পর্কে একটি ধারণা দেয়।

প্রশ্ন ১১: টিআইবি কর্তৃক প্রকাশিত প্রতিবেদন কি সকলের জন্য উন্মুক্ত?

টিআইবি স্বপ্রণোদিতভাবে তথ্য প্রকাশের নীতি অবলম্বন করে থাকে। টিআইবির কাঠামো, ব্যবস্থাপনা, কর্মকৌশল ও পরিকল্পনা, চলতি কার্যক্রম, প্রতিবেদন ও মূল্যায়ন, সকল পলিসি সংক্রান্ত নথি, বাজেট, অর্থ ও হিসাব সম্পর্কিত সকল তথ্য জনগণের জন্য উন্মুক্ত ও টিআইবির ওয়েবসাইটে পাওয়া যায়। এছাড়া, জনগণের তথ্য অধিকারের অংশীজন হিসেবে এবং তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ অনুসারে টিআইবির তথ্য সরবরাহের জন্য নির্ধারিত তথ্য কর্মকর্তা রয়েছেন। এ প্রতিবেদন সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানতে চাইলে ফোন বা ইমেইলের মাধ্যমে উক্ত তথ্য কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করা যেতে পারে– মোবাইল: ০১৭১৪-০৯২৮২৩, ই-মেইল: info@ti-bangladesh.org